



শ্রীমদেবীমহাশয়...  
 ১৫ বৎসরকার এবং শেটের  
 হইয়াছিল। যৎপরোনাস্তি  
 ছিল। উক্ত ওষধ এক শিশিসেবন করিয়াই রোগ  
 চৌদ্দ আনা আরাম হইয়াছে। জর একবারে বন্ধ হই-  
 য়েছে; প্লীহা বারো আনা ভাগ কমিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ  
 ১২ বার বাহের মধ্যে এক্ষণে ২।৩ বার যান। রাখে  
 রক্তের টিহা দেখা দিত তাহাও আরোগ্য হইয়াছে  
 ওষধে যে অনেকেই সকাল কালগ্রাস হইতে রক্ষা  
 হইয়াছেন তাহার আর ভুল নাই।  
 শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।  
 মোং হুগলি, ঘুটিয়া বাজার।  
 আপনার প্রেরিত এক শিশি অমৃতরস ওষধ  
 আমার কনিষ্ঠ মহোদয়কে সেবন করাইয়া তাহার  
 পীড়া অনেকাংশে সাহায্য হইয়াছে। প্লীহা, জর,  
 ও উদরের অস্বস্তি প্রভৃতির পীড়া আমার উক্ত  
 ওষধেই আরোগ্য হইয়াছে। আপনার অমৃতরস সোন  
 কালিয়ার রস হইয়া উদরাময় আরোগ্য হইয়াছে।  
 শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী।  
 মোং পোঃমাঃ  
 আপনার অমৃতরস আনাইয়াছিলাম  
 পুরাতন জর আদি নানা  
 ছিল, কিন্তু মহাশয়ের  
 আরোগ্যলাভ করিয়াছে,  
 তায়া দিদিয়া।  
 সবডিবিজন ধুবড়ির শ্রীযুক্ত  
 প্রভৃতি আনায়ন ও সেবন  
 করেন।  
 গুরিপুর ধুবড়ি।  
 অমৃত রস মধে মধের অমৃত  
 পিতা ঠাকুর মহাশয়ের  
 প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।  
 শিশি অমৃত রস আমন  
 ঠাকুর মহাশয়কে সেবন  
 একবারে মিলিত পাইলেই  
 আনা আদায় হইয়াছে।  
 পরিমাণে বাকি আছে। বোধ  
 নিঃশেষিত হইত। ফলতঃ  
 এক সঙ্গে উক্ত তিন শিশি  
 সেবন করিতে পারি নাই এক শিশি  
 সেবন করিয়া মধ্যে অনেক দিন বাদে অপর শিশি  
 সেবন করিত হইয়াছিল, এবং নিয়ম মত পথ্যবি  
 ত্যাগ করিয়া মনেহর পীড়াটি অল্প দিনের  
 মধ্যে প্রায় ১৫ বৎসর হইতে ইহার স্বতন্ত্র হইয়াছে।  
 শ্রী বর্ধের মথোপাধ্যায়  
 মোং হুগলি জেলা মালদহ  
 মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ওষধ  
 আনাইয়াছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায়  
 উত্তম রূপে আরোগ্য হইয়াছে। অস্বস্তিকার এমন  
 ওষধ আর হয় নাই। ছয় জন রোগীকেই এক  
 আরোগ্য লাভ করিয়াছে।  
 শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়  
 মেটিবড়ার, ছাপরা জেলা  
 মহাশয়ের ওষধের গুণ মোখি  
 বর্ণনা করা যায় না। একাদিক্রমে  
 রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ  
 বাঢ়কা কোন কোনটিকে একটা মাত্র দেও  
 মহাশয়ের ওষধ বধায় তাহার কোন ভুল  
 লক্ষন রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল  
 মাহিদিন।  
 হুগলি জেলা বাগান সোপক আ

শ্রীমদেবীমহাশয়...  
 ৫ জন রোগীকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই  
 আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।  
 শ্রীরাধাবল্লভ সিংহ দেব জমিদার।  
 মোং কুটিয়াকোল, জেলা বাঁকুড়া  
 আপনার প্রেরিত ওলাউঠা ওষধ প্রাপ্ত হইয়া যার  
 পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ওষধ  
 ব্যবহার করাইয়া ফল পুওয়া গিয়াছে।  
 জোহুরুল হোসেন, দেওরান।  
 মোং তালিপুর, ষ্টেট বহরমপুর।  
 আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব  
 হইয়াছে, আপনার প্রেরিত ঝটিকার কয়েক জনার  
 আশ্চর্য উপকার হইয়াছে।  
 শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার।  
 আনারারী মাজিষ্ট্রেট মোং দেহুড়া, জেলা বালেশ্বর।  
 আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুরাতন জর, প্লীহা,  
 অকটি, উদরাময় ও মুখে ঝা হইয়া অধিক কষ্ট ভোগ  
 করিতেছিল এবং উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার  
 দেখান হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই,  
 অবশেষে মহাশয়ের অমৃত রস আনাইয়া সেবন  
 করাইয়াছিলাম তাহাতে আরোগ্য লাভ করিয়া  
 সুন্দর ও সুখী হইয়াছে।  
 শ্রীরাখাল দাসচক্রবর্তী হিতসাক্ষী সভার সম্পাদক।  
 সাং নান্দালা জেলা বর্ধমান।  
 ইতি পূর্বে যে এক শিশি অমৃত রস আনাইয়াছি  
 তাহা সেবনে শূল বেদনার হ্রাস হইয়াছে এমন কি  
 বেদনা আর কিছু মাত্র টের পাওয়া যায় না মধে  
 মধ্যে পেট জালা করিয়া থাকে কিন্তু তাহাও আহার  
 করিলে কমিয়া যায়।  
 শ্রীচন্দ্রমোহনচক্রবর্তী  
 সাং পারলিয়া জেলা ঢাকা।  
 আপনার অমৃত রসের গুণ আমি সামান্য  
 লেখনি। যদি কোন গুণবান প্রত্যক্ষ  
 করেন তাহা হইতে পারে। বাস্তবিক  
 রোগনিবারণের জন্য বালিয়া প্রত্যহর  
 আমি শারীরিক  
 দপনতায়  
 মাসে এক  
 য লাভ  
 মাস কাল বিনা ওষধে উত্তম তা  
 ছিল।  
 অমৃত রসে আমার অত্যন্ত উপকার হইয়াছে আমি  
 আরও খাইব।  
 শ্রীমতিলাল লাহড়ী  
 সাং দিদলী জেলা গোয়ালপাড়া।  
 আপনার প্রেরিত মহোষধ অমৃত ১৫ দিবস  
 পর্যন্ত সেবনে বোধ হইতেছে যে ব্যাধি অল্পেক  
 পরিমাণে নিবারণ হইয়াছে।  
 শ্রীচন্দ্রনাথ রায়  
 লক্ষণপুর জেলা রঙ্গপুর।  
 পূর্বে যে আপনার নিকট হইতে অমৃত রস এক  
 শিশি আনাইয়াছিলাম তাহা সেবনে কাশ ও উদরের  
 পীড়া এক কালীন আরোগ্য হইয়াছে।  
 শ্রীশ্রীনাথ বোষ  
 লক্ষণকাঠি জেলা বরিসাল।  
 গত ফালগুণ মাসে আমার জ্বর পুরাতন জর ও  
 প্লীহা প্রভৃতি নানা বকম রোগের জন্য আগনার  
 অমৃত রস এক শিশি আনাইয়া সেবন করানতে  
 আরোগ্য হইয়াছে।  
 শ্রীযদুনাথ বোষ  
 সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন।  
 পীড়া কিছু বিশেষ হইয়াছে  
 যায় যে অনুগ্রহ করিয়া  
 দিবেন।  
 চন্দ্র গোস্বামী।  
 রংগামপুর।  
 আপনার নিকট হইতে এক

বোতল অমৃত রস আনাইয়াছিলাম  
 কমিয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর মত  
 অনেক পরিমাণে উপশম হইয়াছে  
 আর কিছু কাল ব্যবহার করিলে পী  
 আরোগ্য হইতে পারে।  
 শ্রীদিননাথ বোষ ইনস্পেক্টর  
 বাবোলি ষ্টেশন জেলা ছা  
 ওলাউঠার রুটকা।  
 আপনার প্রচারিত কলেরার মধে  
 দুইটা রোগীকে ব্যবহার করাইয়া আশ্চর্য  
 দুইটা কলেরা রোগীই প্রথমতঃ দেশীয় প  
 চিকিৎসিত হয়, কিছুতেই উপশম না হই  
 হইলে পর আমি উক্ত রোগীদ্বয়কে ৫ বটিক  
 ও অতি অল্প কাল মধ্যে উপশম হইয়া সু  
 য়াছে। ইহা দেখিয়া এখানকার অনেক  
 হইলে রক্ষা পাইব বলিয়া ভরসা করিয়া  
 শ্রীদ্বারকা নাথ  
 মেডিকেল প্রাকটিশনার  
 আপনার প্রথিত ওলাউঠার অমোঘ ব  
 যাহা আনাইয়াছিলাম তাহাতে অনেকের  
 য়াছে। ওষধ প্রায় নিঃশেষিত হইল।  
 শ্রীমধুসূদন সরকার  
 গদী রেশম কুচী জিয়া  
 মহাশয়ের প্রেরিত ওলাউঠার ৫০টা  
 হইয়া কয়েকটি রোগীকে সেবন করান হইয়া  
 সকলেই যমালয় হইতে প্রত্যাগমন করি  
 মুস্থ হইয়াছে।  
 শ্রীশশিভূষণ চৌ  
 মানিকগ  
 আপনার নিকট হইতে আমি কলেরা  
 ইয়া প্রায় ২০ই জন রোগী আরোগ্য করিয়া  
 জ্ঞাত জন্য নিবেদিতাম।  
 কুমার শ্রীকৃষ্ণ গোপা আধু  
 মদিরাভা রাজবাটী দুর্গা  
 I have much pleasure to inform  
 during the present outbreak of  
 I have been able to cure several c  
 any failure by the use of the said Pi  
 Your's very fe  
 Tarinee Prosa  
 Judge's Court, Bl  
 I have much pleasure in acknow  
 efficacy of your invaluable cholera pi  
 personally tried them in five cases w  
 success. I have been convinced t  
 really a great boon to the country be  
 medicine which as far as I am aw  
 cope with the fell disease.  
 Your's most fa  
 Krishna Bullubh Roy, Vakil Jun  
 Moonsiff's Court. Moorsee  
 I am very glad to say that your c  
 have cured all the 10 cases in whic  
 administered.  
 Signed D. V. S  
 I have the honor to inform y  
 medicine for cholera was receive  
 the disease had nearly disappear  
 It was however administere  
 successful result.  
 Signed T. B  
 Rivalat  
 Your cholera pills are really  
 being a professional man I was  
 medicine at first, but I adm  
 cases given up by the doctors at  
 of the patients recovered with  
 using only two pills each. The  
 took one pill which stopped his pu  
 ting, spasm, and perspiration, and  
 change of urine, but unfortunately  
 his parents gave him some other me  
 result was the disease relapsed, and  
 died. Three more cases have ber  
 medicine.  
 Signed W. R. Lan  
 Magistrate of B  
 I am requested by the Maharajah of  
 to inform you that during the recent  
 of cholera in this place, you  
 in several cases, which occur  
 servants of His Highness  
 be efficacious.

ইতিহাস ।

ছে ইংরাজেরা তত ভারত-  
 ছন । সম্প্রতি লো সাহেব  
 যে, ভারতবর্ষের অধিকার  
 ন উপকারই নাই, প্রত্যুত  
 ন বেরূপ ভাব প্রকাশ করি-  
 বাসীরা বিদ্রোহী হইয়া,  
 বহিঃশত্রু প্রবেশ  
 করিয়া দেয়  
 নি বক্তৃতায়  
 তে বটে  
 ছ,
 তাহা  
 দ্রব্য অতি-  
 পকার প্রাপ্ত  
 ইলে ইংলও  
 হয়, এবং এই  
 বস্তুর অপকার  
 মনটন উপস্থিত  
 কুলান করিতে  
 ইয়া ভারতবর্ষ-  
 ইতে বিভাঙিত  
 ষিকার থাকতে  
 হইয়াছে । লো  
 ইংরাজদিগের  
 টর প্রধান উজ্জল  
 এই রত্ন হইতে  
 উরোপে নিম্নতম  
 ভারত  
 রাত সম্বন্ধ ।  
 ল লো সাহেবের  
 মাণ্ডার সেক্রেটারি  
 স্থানে বক্তৃতা  
 দক্ষিণ সাহাজ

করেন ইংলণ্ডে একরূপ বিস্তর লোক আছেন, এবং বাহারা  
 আপাততঃ ইংলণ্ডে কত্ব করিতেছেন তাহাদের মত হয় ত  
 ইহার বিপরীত, তথাচ ইহারা সকলেই যে কেবল ইংল-  
 ণ্ডের স্বার্থেরদিকে তাকাইয়া ভারতবর্ষের দোষ গুণ  
 বিচার করেন তাহার কোন ভুল নাই । একরূপ স্বার্থের  
 দিকে তাকাইয়া কার্য করা মনুষ্যের এক রূপ স্বভাব-  
 সিদ্ধ । যে গাভীর ছুঙ্কে মনুষ্যের জীবন, বৃদ্ধ অব-  
 স্থাতে তাহাকে মনুষ্য পরিত্যাগ করেন, অনেক অসভ্য  
 জাতির মধ্যেও কিয়ৎপরিমাণে মনুষ্যের পিতা মাতার প্রতি  
 এই রূপ ব্যবহার করিয়া থাকে । যত দিন ইন্দ্রিয়  
 সুখ তৃপ্তি হয় লোকে তত দিন উপপতি কি উপপত্নীকে যত্ন  
 করে । সুতরাং ইংলণ্ড যদি স্বার্থের দিকে তাকাইয়া ভারত-  
 বর্ষ পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে তিনি আর অধিক  
 কি করিবেন । তবে ইংলণ্ডের স্বার্থ সাধন করিতে  
 করিতে আমরা দিন দিন বেরূপ নিরুপায়ী হইয়া উঠিতেছি  
 তাহাতে যদি কালে ভারতবর্ষকে ইংরাজ জাতি পরিত্যাগ  
 করিয়া চলিয়া যান তাহা হইলে আমাদের কি দুর্গতিই  
 হইবে! ইংরাজেরা এদেগ বেরূপ নির্ধন করিয়াছেন  
 সেই রূপ দেশবাসীদেরও সুখ লিপ্সা বৃদ্ধি করিয়াছেন  
 দেশের বাণিজ্য ব্যবসায়ের ধ্বংস করিয়া অধিবাসীদের  
 জীবন নির্বাহের উপাদান বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা-  
 দিগকে দুর্বল নিস্তেজ নিরস্ত্র করিয়া শত্রু দ্বারা  
 পরিবেষ্টন করিয়াছেন । ইংরাজেরা যদি এখন গমন  
 করেন তাহা হইলে আমাদের এই সুখের অবস্থার  
 পরিত্যাগ করিবেন, কুল কামিনীকে কুলটা করিয়া  
 কোন অধাশ্রিত যদি তাহাকে নিরাশ্রয়ে পরিত্যাগ  
 করিয়া যায়, অথচ ইংরাজেরা চীনদিগকে আফিং  
 সেবনে প্রবর্ত করাইয়া যদি সহসা সেখানে আফিং রপ্তা-  
 নি বন্দ করেন তাহা হইলে তাহারা বেরূপ বিপদে  
 পড়ে, আমরাদিগকেও তাহা হইলে সেই রূপ বিপদে পড়িতে  
 হইবে । ফল ইংলণ্ডবাসীরা যদি চলিয়া যান তাহা  
 হইলে আমরা তাঁহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিব  
 না, এবং যখন কেবল স্বার্থ সাধনার্থে তাঁহারা ভারতবর্ষে  
 আগমন করিয়াছেন, ও ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁহাদের কোন  
 স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই তখন যে তাঁহারা ভারতবর্ষকে  
 এই রূপ বিপদে নিঃক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিতে পারেন  
 তাহার কোন ভুল নাই, সুতরাং আমাদের পূর্ব হইতে  
 আপনাদের পথ করিয়া রাখার যত্ন করা কর্তব্য । যত  
 দিন আমরা জানিতাম যে ইংলণ্ড কেবল আমাদের  
 মঙ্গলের নিমিত্ত ভারতবর্ষ শাসন করেন তত দিন আমরা  
 বেরূপ নিশ্চিত্তায় ছিলাম এখন আমাদের আর বেরূপ  
 নিশ্চিত্তায় থাকা উচিত না । তাঁহারা বেরূপ কেবল  
 ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন

ভারতবর্ষস্থ অধিকারের মধ্যে যেখানে সর্বাপেক্ষা লো  
 অধিক উন্নতি করিয়াছে; সেই বঙ্গদেশে যে কয়েকটা রা  
 বিচারে কিছু কিছু গোলযোগ হইয়াছে নিম্নে তা  
 প্রকাশ করিলাম । আমরা এই বিচার গুলি পুনঃ পুনঃ  
 উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তথাচ আবার ইহার উল্লেখ  
 করিলাম ।

এই এক বৎসরের মধ্যে সর্ব প্রথমে বাঁকুড়ার  
 পাত্রের মকদ্দমা লইয়া গোলযোগ হয় । হৃদয় পাত্রের  
 জন ব্রাহ্মণীর সঙ্গে প্রণয় থাকে । এই স্ত্রীলোকটা  
 হয় । গ্রামবাসীরা হৃদয়পাত্রকে হত্যাকারী বলে, হ  
 পাত্র বলে যে স্ত্রীলোকটার স্বামী তাহাকে হত্যা করিয়াছে  
 যে স্থানে এই ঘটনাটা হয় হৃদয় পাত্রের বাটী সেখানে  
 নহে । জজ টুইটী সাহেব পাত্রকে নির্দোষী বলেন ।  
 জুরিরা তাহাকে দোষী বলেন । হাইকোর্টের জজদিগের  
 মত গ্রহণার্থে আইন অমুসারে এই মকদ্দমা হাইকোর্টে  
 প্রেরিত হয় । জজেরা হৃদয় পাত্রের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা  
 দেন । কলিকাতাবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তি হৃদয় পাত্রের  
 প্রতি অমুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া গবর্নমেন্টে আবেদন করেন।  
 টেম্পল সাহেব এক বার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায়  
 উহা গ্রহণ করেন । ইডেন সাহেব উহা অগ্রাহ্য করেন ।

দ্বিতীয় মকদ্দমা কালীঘাটে হয় । যখনাথ গাঙ্গুলি নামক  
 এক ব্যক্তির একটা বৈষ্ণব কন্যার উপর প্রণয় জন্মে ।  
 তাহার প্রণয় উপেক্ষিত হওয়ায় সে দীর্ঘকাল দেশ বিদেশে  
 ভ্রমণ করিয়া ইহাকে বিস্মৃত হইবার যত্ন করে । ক্রমে সে  
 ইহাকে বিস্মৃত হয় এবং বিস্মৃত হইলে সে বাটীতে প্রত্যা-  
 গমন করে । বাটীতে আসিয়া তাহার এই নির্বোধ প্রণয়  
 আবার প্রজ্জ্বলিত হয় । সে বৈষ্ণব কন্যাকে হস্তগত করিলে  
 তাহার পূর্বের সমুদয় কষ্টের কথা মনে পড়ে এবং সুরা-  
 পানে উন্মত্ত হইয়া সে এই বৈষ্ণব কন্যাকে হত্যা করে ।  
 জজ ইহাকে দরার উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া কয়ে  
 বৎসরের নিমিত্ত কারাবাসের আজ্ঞা দেন । গবর্নমেন্টে  
 পক্ষ হইতে আপীল হয় । হাইকোর্টের জজেরা ইহার প্রা  
 দণ্ডের আজ্ঞা করেন । ভবানীপুর ও কালীঘাটের অনেক  
 সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহার মুক্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, কি  
 ইডেন সাহেব আবেদন অগ্রাহ্য করেন ।

তৃতীয় মকদ্দমা কলিকাতা শৈশনে হয় । এক ব্যক্তির  
 সহসা উদরে বেদনা উপস্থিত হয় । সে হাঁসপাতাকে  
 আশ্রয় গ্রহণ করে । সেখানে তাহার মৃত্যু হয় । ডাক্তারের  
 পরীক্ষা করিয়া ইহার উদরে শেঁকো বিষের অতি সামান্য  
 চিহ্ন প্রাপ্ত হন । সুতরাং এ ব্যক্তিকে কেহ বিষ খাওয়াই  
 হত্যা করিয়াছে সন্দেহ হয় । তাহার উদরে বেদনা উপস্থিত  
 হইবার পূর্বে মৌলা নামক এক ব্যক্তি নাকি তাহাকে  
 একটা পান প্রদান করে এবং মৃত ব্যক্তি এই পান গ্রহণ

তাহা হইলে

জেরা অপেক্ষা প্রবল হইবেন ।  
 লো ও গ্রান্ট ডফ সাহেব উভয়ই ইংলণ্ডের অতি  
 ব্যক্তি । ইহারা যাহা বলেন তাহা ইংলণ্ডবাসী  
 র মনের ভাব না হউক অন্ততঃ অনেকের মনের  
 াবার ইহারা যে দলস্থ লোক সে দল হয় ত  
 শাসনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন ।  
 ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা  
 বানী মাত্রের মনোনিবেশপূর্বক বিবেচনা  
 কর্তব্য । রাজপুরুষেরা বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ড  
 মঙ্গলের নিমিত্তই এই বৃহৎ রাজ্য শাসন  
 করেন । লো ও গ্রান্ট ডফের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ।  
 তাহাদের মতে যে দেশ হইতে ইংলণ্ড কোন উপকার  
 প্ত হন না, অপিচ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা তাহা  
 রত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর । অদ্য লো কি গ্রান্ট ডফ  
 বক্তৃতায় প্রকাশ করিতেছেন, যদি রুশিয়রা আর  
 ষবল হয়, ভারতবর্ষ যদি আর ছই একটি দুর্ভিক্ষ  
 অথবা বোম্বাইয়ে বেরূপ বঙ্গবয়নের যত্ন স্থাপি

লই ।

বিচার পত্রিকা কাহার ক্ষতি করিতেছেন ।

বোম্বাই গেজেটের তারের সম্বাদে প্রকাশিত হই-  
 য়াছে যে, রাজকোটে জন কয়েক উকিল একট জাল করার  
 মকদ্দমার জড়ীভূত হন । এক জন ব্যতীত ইহাদের  
 আর সকলেরই শাস্তি হইয়াছে ও এক জনের কঠিন পরি-  
 শ্রমের সঙ্গে পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা এবং ২৪  
 হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে । এক দিন কাল  
 হয় ত এই কঠোর রাজ আজ্ঞার সম্বাদ শুনিয়া অনেকে  
 চমৎকৃত হইতেন । কিন্তু কেনিডি ও বিগনল্ড  
 সাহেবদের প্রসাদে অন্ততঃ বঙ্গবাসীদের কর্ণে ২৪ হাজার  
 টাকা জরিমানা প্রভৃতি আর তত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ  
 হইবে না । কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিতেছে না রাজ-  
 পুরুষেরা এরূপ কঠোর শাসনের প্রবর্তনা করিয়া আমা-  
 দের কি নিজের ক্ষতি করিতেছেন । তাঁহাদের অন্ততঃ  
 ইহাতে একটা অনিষ্ট হইতেছে । তাঁহারা যত এ দেশীয়-  
 দের প্রতি এই রূপ কঠোর আজ্ঞা দিতেছেন স্বদেশীয়দের  
 প্রতি তাঁহারা বিচার কালে যে লঘু দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান  
 করেন তাহা তত উজ্জল রূপে দেদীপ্যমান হইতেছে ।

পথে খোলে । বিচারপত্রিকা ইহাতে সাব্যস্ত করেন মৌলা  
 খিলির মধ্যে শেঁকো রাখিয়া মৃত ব্যক্তিকে উহা প্রদান  
 করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে । মৃত ব্যক্তি পান গ্রহণে  
 সময় ইহা জানিতে পায় না, আবার শেঁকো বিষের দ্বারা  
 মৃত্যু হইলে মৃত্যুর পূর্বে যে সমুদয় লক্ষণ সচরচর প্রকাশ  
 হইয়া থাকে তাহাও ইহার মৃত্যুর সময় প্রকাশ হয় না,  
 আবার মৌলা বিচারালয়ে এবং মৃত্যুর সময় এরূপ ভা  
 আপনাকে নির্দোষী বলে যে বোধ হয় তাহা যিনি শ্র  
 করেন তাহারই বিশ্বাস হয় যে সে হত্যাকারী না  
 তথাচ ইহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হয় । ইহার প্রা  
 না হয় এই মুখে এক খানি দরখাস্ত ইডেন সা  
 নিকট করা হয় । ইডেন সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করেন  
 যে শৈশনে উপরিউক্ত মকদ্দমাটা হয় সেই  
 হিন্দান সাহেবেরও বিচার হয় । হিন্দান একটা ভ  
 রাজের বাটী রাতে গোপনে গমন করিত । ভদ্র ইং  
 এক জন বিশ্বাসী ভৃত্য ইহা প্রচুর নিকট প্রকাশ  
 প্রভু ভৃত্যকে আজ্ঞা দেন যে সে হিন্দানকে গৃহ  
 করিতে হইবে এবং গৃহে প্রবেশ

হাকে এই অপরাধে গুলি করিয়া হত্যা করে। প্রথম লিতে তাহার মৃত্যু না হওয়াতে তাহাকে দ্বিতীয় গুলি এবং দ্বিতীয় গুলিতে মৃত্যু না হওয়াতে তৃতীয় গুলি মারা হয় এই রূপ চতুর্থ গুলিতে তাহার প্রাণ নষ্ট হয়, এবং যে বিচারপতি মোলাকে ফাঁসী দেন, তিনি হিনানকে ১৮ মাসের নিমিত্ত কারাবাসের আজ্ঞা প্রদান করেন।

পঞ্চম মকদ্দমার বিচার কলিকাতার গত সেশনে হইল। ম্যাক গ্রেগারি নামক এক জন চাকরের ভৃত্য এক লিফে কি অপরাধে সারা রাজি দাঁড় করিয়া রাখে। তিন দিন তাহাকে আবার অপরাধী মনে করিয়া বেত্রাঘাত করে। বেত্রাঘাতে সে মুচ্ছা যায় কিন্তু তখাচ ম্যাক গ্রেগারি তাহাকে প্রহার করে। মুমূর্ষাবস্থাতে তাহাকে হাঁস-পাতালে প্রেরণ করা হয় এবং তিন দিন চিকিৎসার পর সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। রাজবিচারে ম্যাক-গ্রেগারির এই অপরাধে ছয় মাসের নিমিত্ত কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

অর্থাৎ হৃদয় পাত্রকে জজ সাহেব নির্দোষী মনে করেন, কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তির তাহাকে নির্দোষী মনে করেন তখাচ তাহার ফাঁসী হয়। যত্ন গাঙ্গুলী হত্যাকারী হইলেও জজের বিবেচনায় তাহার প্রতি অমুগ্রহ দেখান বিবেচনা হয় এবং দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাহার প্রাণ ভিক্ষা করিয়া গবর্নমেন্টে আবেদন করেন তখাচ তাহার ফাঁসী হয়। মোলার ক্ষেত্র কোন সাক্ষ্য নাই বলিলেও হয়, তাহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা গুলিয়া ইংরাজ বাঙ্গালি সকলেই মনে কষ্ট পান, তখাচ তাহার প্রাণ দণ্ড হয়। কিন্তু এক জন প্রভুতন্ত্র ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া হিনানের দুর্ভিক্ষে বাধা দেয় এই অপরাধের জন্য হিনান তাহাকে গুলি করিয়া মারে, ও তাহার ১৮ মাস এবং ম্যাক গ্রেগারির ছয়মাস ফাটক হইল। বোধ হয় সকলেই জানেন যে আমরা বরাবর পরাধীর পক্ষপাতী ও আমাদের বিশ্বাস যে সচরাচর কয়েক যে অবস্থায় পতিত হইয়া দুর্ভিক্ষ করে পৃথিবীর অতি দান ব্যক্তিও সে অবস্থায় পতিত হইলে হয় ত দুর্ভিক্ষ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন না, সুতরাং ছই ইংরাজের প্রতি লবু দণ্ড হওয়াতে আমরা সম্ভ্রষ্ট ভিন্ন সম্ভ্রষ্ট হই নাই, কিন্তু এদেশীয়দের প্রতি এরূপ কঠোর আজ্ঞা কেন দেওয়া হইল ?

অপর বিচারপতির বিচারের তুল্য ধারণ করিয়া এরূপ বিচার বিশেষ করিলে এদেশীয়দের যে ক্ষতি হয় গবর্ন-তদপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। সুবোধ ইংরাজ জানেন যে ইংরাজ জাতি বাহুবলে ভারতবর্ষে আধিপত্য রক্ষা করিতেছেন না, তাঁহারা সুবিচার, ধর্মনিষ্ঠতা, জার হিতাকাঙ্ক্ষিতা প্রভৃতি গুণে এই বৃহৎ রাজ্য অধীনে রাখিতেছেন। কিন্তু বিচারপতির অনেক সময় আপনার নিবুদ্ধিতা নিবন্ধন বিচার স্থলে সুবিচারের ইতর শয় করিয়া ইংলিশ স্বশাসনকে কলঙ্কিত করেন। হারা ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির পদ মর্যাদা ও প্রভুত্ব রাখা করিতে গিয়া একরূপ তাহার ক্ষয় করেন। যে দেশের লোকের জীবন ভাববহ, যে দেশে মনুষ্য কেবল পৃথিক ভারাক্রান্ত করিবার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে, আবার দেশে প্রতি দিন সহস্র লোকের অনশনে ও রোগে মৃত্যু হয় সে দেশে বিচারের কঠোরতা অথবা অবিচারে মৃত্যু যদি ১০। ১৫ জনের মৃত্যু হয় তাহাতে দেশের ক্ষতি হয় না; কিন্তু যে জাতি আপনাদিগকে ধর্মপরায়ণ, নির-ন্যায়পরায়ণ বলিয়া গৌরব করেন, তাহারা এই ক গুণের প্রভাবে কোটি লোকের উপর প্রভুত্ব তাঁহারা বিচারসনে বসিয়া কোন ইতর বিশেষ ন করিয়া একরূপ মিথ্যা কলঙ্ক উঠিলেও তাঁহাদের বিশেষ সম্ভ্রাবনা।

গবর্নমেন্ট জোয়াকিদিগের সঙ্গে কেন যুদ্ধে ব্যাপৃত হইবে তাহার আদ্যস্ত বিবরণ গবর্নমেন্টের ফরেন অফিসের প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্নমেন্টের এই হইতে ১৫ই নবেম্বরের পত্র হইতে নিম্নে আমরা

করিয়া জোয়াকি পাসের দক্ষিণ হইতে কোহাত পর্যন্ত যে প্রদেশ খণ্ড চলিয়া গিয়াছে জোয়াকি আফিডিয়া তথায় স্বাধীনভাবে বাস করে। ইহার আদমকেলী আফিডিদিগের একটি সম্প্রদায়।

ইহারা ১৫ই জুলাই তারিখে প্রথম কোহাত ও খোশালগড়ের মধ্যে টেলিগ্রাফের যে তার আছে তাহার অনেকটা ছেদন করে। পূর্বরীতি অনুসারে গবর্নমেন্ট এ ক্ষতি পূরণ করিতে বলায় তাহারা গর্ভিত ভাবে উত্তর দেয়। ২৪শে জুলাই তারিখে এক দল জোয়াকি উপস্থিত হইয়া কয়েক জন বন্দীকে ইংলিশ পুলিশদিগের হস্ত হইতে বল দ্বারা উদ্ধার করে এবং তিন জন পুলিশ কর্মচারীকে তাহাদের পক্ষত মধ্যে ধরিয়া লইয়া যায়। ২৭শে জুলাই তাহারা পুলিশ প্রহরীগণকে ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু তাহার পর দিন তাহারা আবার টেলিগ্রাফের তার কাটে। ৩০শে জুলাই তারিখে জোয়াকিরা গবর্নমেন্টের শরণাগত হইয়া তাহাদের আত্মপূর্বিক সমস্ত ক্ষতি পূরণ করে, কিন্তু এই বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার অব্যবহিত পরেই নিষ্কারণে তাহারা আবার বিবাদ আরম্ভ করার উপক্রম দেখায়। তাহারা দান্তিকতার সহিত বলিয়া পাঠায় যে ইংলিশ গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে যে জরিমানা করেন তাহা ফেরত দিউন, কোহাত পাস লইয়া যুদ্ধের সময় সে সকল পশু বন্দী করিয়া লইয়া যান তাহার ক্ষতি পূরণ করুন, কোহাত পাস দিয়া লোকদিগকে গতায়ত করিতে দেওয়াতে তাহারা যে বৃত্তি প্রাপ্ত হইত তাহা পুনঃপ্রদান করুন, তাহাদের স্বজাতিদিগের অসদাচরণ এবং তাহাদের অধিকৃত পক্ষত পার্শ্ব দিয়া যে টেলিগ্রাফের তার গমন করিয়াছে তাহা রক্ষার নিমিত্ত তাহারা এখন যেরূপ দায়ী আছে তাহা হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দিউন। প্রান্তে স্থানীয় কর্তৃপক্ষীর বিবেচনা করিতেছেন যে, জোয়াকিরা যে সমুদয় প্রার্থনা করে তাঁহারা তাহার কি উত্তর দিবেন, ইতিমধ্যে অভূতপূর্ব বিশ্বাসবাতকতা করিয়া আবার বিবাদ আরম্ভ করে। ১৭ই আগষ্ট তারিখে তাহার খোশালগড় কমিশরিয়েট হইতে ৩৬টা খচ্চর লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায় এবং এক জন খচ্চর রক্ষক তাহাদের কর্তৃক হত হয়।

এই রাত্রে কয়েক জন শিক পদাতিকদের সিপাহী বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিতেছিল এবং খোশালগড়ের পথে জোয়াকিরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ইহাতে তিন জন সিপাহী ও এক জন পথিক হত হয়। পুনরায় ইহারা তার কাটে। ১৯শে আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যস্থিত গণ্ডিয়ালি নামক এক খানি গ্রাম দখল করে ও কএক জন গ্রামবাসী ইহাতে আহত হয়। ২০শে আগষ্ট তারিখে সিপাহীদিগের প্রহরীতে কতকগুলি খচ্চর স্থানান্তরিত হইতেছিল। ৫০০ জোয়াকি ইহাদিগকে আক্রমণ করে। পর দিন রাত্রে তাহারা আবার তার কাটে। ২৭শে আগষ্ট তারিখে খোশালগড়ের রাস্তার উপর একটি কাটের সেতু তাহারা দখল করে এবং ইহার ছই তিন দিন পরে জোয়াকিরা আর একটি সেতু দখল করার যত্ন করে।

ইহা করিয়াও তাহারা ক্ষান্ত হয় না। ১৯শে সেপ্টেম্বরে তাহারা সরমেলা নামক স্থান হইতে কতকগুলি উট লুটিয়া লইয়া যায়। ১১ই তারিখে পুনরায় তাহারা তার কাটে। ইহার কিছু দিন পরেই সিদ্ধু নদীর উপর সাদিপুর নামক একটি ফাঁড়ীতে তাহারা গুলি নিক্ষেপ করে। ১৭ই সেপ্টেম্বর অনেকগুলি জোয়াকি কোটেরি নামক একটি গ্রাম আক্রমণ করে। তাহারা কয়েক জন গ্রামবাসীকে হত ও আহত করে এবং বিস্তর জব্য লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। এই দিন অপর এক দল জোয়াকি খেরিসেখ খাঁ নামক আর একটি গ্রাম আক্রমণ করিয়া বিস্তর ক্ষতি করে। ২৪শে তারিখে ডেপুটী কমিশনার এবং মেজর ল্যান্স গণ্ডিয়ালি নদীর নিকট একটি স্থান দেখিতেছেন এমন সময় জোয়াকিরা তাহাদিগকে গুলি করে। মেজর ল্যান্স গুরুতররূপে আহত হন। ঐ দিন গামবত নামক স্থানের পার্শ্বে কয়েক জন মজরকে

করিয়া অকৃতকার্য হয়। নামক গ্রাম আক্রমণ ও ছই জনকে গুরুতর জব্য লুণ্ঠ করিয়া পলায়ন করিয়া গড়ের উত্তর নর মাইলি একটি খানি গ্রাম আক্রমণ আহত, ও কতকগুলি পশু বন্দী পক্ষতের নিম্নে এক জন তাহাতে অবস্থিতি করিতেছি ইহাদিগকে জোয়াকিরা সহসা দার, ৫ জন সিপাহী, এবং ৭ জন সিপাহী আহত লইয়া চলিয়া যায়। তাহারা প্রবেশ না। শেষে হয়। ই সাব ন

যত সহ্য ক গবর্নমেন্ট সহ কিন্তু তাহাও নিমিত্ত তাঁহার কোন কঠোর জোয়াকিরা এ পূরণ করা যাইবে না করিতে পারে ধন সম্পত্তি লইয়া কর্তৃপক্ষীর জোয়াকিদিগের নি স্থান অধিকার ক রূপে শরণাগত ন করিয়া রাখিবেন।

নিজাম এবং বাধিতে অব ওয়েলস ভা লইয়া কত গোল হইল নিজামের গবর্নমেন্টে আবেদন সালার জঙ্গের প্র বরতরফ করেন। গোলযোগ উপর ক্ষুদ্র রাজ্যে ১৮ নিবাসী নরসিংহ পদে অভিষেক করেন এবং ইহার পূর্বপুরুষেরা গবর্নমেন্ট হইতে যে বৃত্তি পাইতেন ইহাকে তাহা প্রদান ক অমুমতি করেন। মাজাজ গবর্নমেন্ট যে বন্দবস্ত ক ইন্ডিয়া গবর্নমেন্ট তাহা মঞ্জুর করেন। এই কিয়দংশ নিজামের রাজ্যের মধ্যে থাকে ইহার নিকট সার সালার জঙ্গের কোপাল জগ একটি জাইগির আছে। ইন্ডিয়া গবর্নমেন্ট রে দ্বারা নিজামকে বলিয়া পাঠান যে তিনি নরসিংহ স্বীকার করেন। আজ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত নানা নিজাম এই কার্যটি ফেলিয়া রাখেন কিন্তু সম্প্রতি সালার জং ইন্ডিয়া গবর্নমেন্ট যাহাকে এই রাজ্য অভিষেক করিয়াছেন তাহাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি বল দ্বারা নর সিংহ মোহর, চাৰি, এবং সরকারি কাগজপত্র কাড়িয়া লইয়াছেন এবং তাহাকে অবিলম্বে নিজামের রাজ্য পরিত্যক্ত করিতে বলিতেছেন। তিনি ইহাকে বিশ্বাস করিয়া সম্পর্কীয় এক ব্যক্তিকে



দেখা প্রসাদ তাহাতে তিনি  
 হইয়াছে। এই বিবন গোলযোগের মধ্যে  
 র দুঃস্থ পরিতবাসীরা প্রাপ্ত উৎপাত করিতে আরম্ভ  
 এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন।  
 হারা খিলাত অধিকার এবং প্রাপ্ত যুদ্ধের নিমিত্ত  
 লিটনকে সোমী মনে করেন তাহারা যদি স্থির  
 ইয়া চিত্তা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে  
 লিটন এ বিষয়ে কত সুকৌশল দেখাইয়াছেন।  
 হাদি ক্রান্তি প্রকৃত তত দুর্বল না হউন, তাঁহাদের  
 হতার তাহারা জগত এক রূপ রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছেন  
 তাঁহাদের ন্যায় দুর্বল ও ভীকু জাতি প্রায় নাই।  
 জাতির পদ এবং পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় অধিকার  
 হাছে, তাহাদের পক্ষে এরূপ দুর্গম নিতান্ত সহজ কথা  
 হে। এরূপ দুর্গম দ্বারা ইংরাজ রাজ্যের পতন হইতে  
 এর এবং লর্ড লিটন যেরূপ বীরদর্পে খিলাতে প্রবেশ  
 রিয়াছেন এবং প্রাপ্ত যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছেন, যদি  
 লর্ড মেও কি লর্ড নর্থব্রুক এই রূপ করিতেন তাহা  
 হগে হয়ত রুশিয়রা কাবুলে প্রবেশ করিতে পারিত না  
 রং কাবুলের আশির স্বপ্নেও ভারতবর্ষ আক্রমণ করার  
 ধা মনে করিতে পারিতেন না। আবার তিনি যেরূপ  
 হস ও বীরত্ব দেখাইয়াছেন যদি ইংলণ্ডের রাজ পুরুষেরা  
 র্ক-রুশিয় যুদ্ধে এই রূপ বীরত্ব দেখাইতেন তাহা হইলে  
 ইংলণ্ডের দুর্বল ও ভীকু বলিয়া যে কলঙ্ক ঘটিয়াছে তাহা  
 ত দিন অন্তর্হিত হইত।

—:—

কনষ্টেন্টিনোপোলে দশ সহস্র মুসলমান রমণী যুদ্ধের  
 মিত্ত অস্ত্রধারণ করিয়া আক্রমণকারী রুশদিগের মস্তক-  
 ন করার সংকল্প করেন। তাহারা সুলতানের নিকট  
 অসুস্থি প্রার্থনা করেন এবং বলেন যে, তিনি  
 দশ সহস্র রমণী দ্বারা একটা স্বতন্ত্র সৈন্য দল স্বজন  
 তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করুন। সুলতান  
 দিগের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি রমণী-  
 র ধর্ম ও স্বদেশ রক্ষার নিমিত্ত উৎসাহ ও  
 রেখিয়া বিগলিত হন এবং কাতরস্বরে তাহাদিগকে  
 হস্তর প্রদান করেন। “যে বিধাতার অমুকম্পায়  
 তোমাদের অধিপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছি, আমি  
 কে ধন্যবাদ করি। তিনিই সকলের কর্তা। তাঁহার  
 অসীম দরিদ্র দুর্বল সকলই তাঁহার সৃষ্ট। যদিও  
 এজাদের উপর কর্তৃত্ব করেন এবং তাঁহারা তাহা-  
 নক হন, কিন্তু হে মুসলমান মাতা ও ভগ্নিগণ!  
 তোমাদের পুত্র তোমরা আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ, আমি  
 দের সন্তান। তোমরা হৃদয়ের সঙ্গে যে মঙ্গলের  
 প্রার্থনা করিয়াছ ইহাতে আমি অতিশয়  
 দিত হইয়াছি এবং যে বিধাতা আমাকে এই রূপ  
 য়ান করিয়াছেন সে, রমণীদের মনে দেশ রক্ষার  
 বীরভায়ের উদ্বীপন হইয়াছে আমি তাঁহাকে  
 গাম প্রদান করি। হে সত্যস্বের প্রতিমূর্তি রমণীগণ!  
 ম হৃদয়ের সঙ্গে তোমাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি।  
 মরা আমাকে যেরূপ কৃতার্থ করিলে আমি তাহার  
 শোধ করিতে পারিব না। ঈশ্বর তোমাদিগকে সপ-  
 ারে কুশলে রাখুন, তোমাদের ধর্মে অচলা ভক্তি থাকুক,  
 হং তোমাদের ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হউক। তোমাদের ধর্ম  
 হা হউক এবং অস্তিত্বকালে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি  
 সস হউন। তোমরা এই রূপ সহায়ত্ব এবং মঙ্গল  
 াকা ক্ষা প্রদর্শন করিয়া আমার সাহন ও বলের বৃদ্ধি  
 রিলে। তোমরা যে বীরত্ব ও মহত্ব দেখাইয়াছ  
 তাহার নিমিত্ত তোমরা ধন্য। যে বীরত্বের দ্বারা সেনাপতির  
 ধ্যাত হন, তোমরা সেই বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছ।  
 তোমাদের যুদ্ধে প্রবেশ করিয়া শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ  
 প্রার্থনা করা এবং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শত্রুর  
 করা এক কথাই। ঈশ্বর  
 বৃদ্ধি করুন এবং তোমাদের  
 অচলা ভক্তি আছে ইহার নিমিত্ত  
 হন। ঈশ্বর তোমাদিগকে এবং

শন করুন। ঈশ্বরের রূপার আমার এত কোন বিষয়ের  
 অত্যাচার হইয়া নাই। এখন বে কিছু অভাব সে ঈশ্বরের  
 অহুগ্রহ এবং এ পর্যন্ত আমরা বাহ্য করিয়াছি সে কেবল  
 এই অহুগ্রহের বলে। তাঁহার অহুগ্রহে এই বৃহৎ রাজ্য  
 অদ্যপি রক্ষা হইয়াছে। বাহ্য হউক আমি তাঁহার দরিদ্র  
 সন্তান, আমার যখন কোন অভাব উপস্থিত হয় আমি তখন  
 তাহা ঈশ্বরের নিকট অবগত করি এবং তাঁহার অহুগ্রহে  
 আনি সকল বিষয়েই কৃতকার্য হই। তাঁহাকে আমার  
 পক্ষে ধন্যবাদ করা অসম্ভব। তিনি আমাকে এরূপ বীর  
 সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন যে তাঁহারা শত্রুদিগকে বিতাড়িত  
 করিয়াছে। তিনি আমাকে এরূপ সমুদয় সেনাপতি  
 প্রদান করিয়াছেন যে তাহাদের আর তুলনা নাই এবং  
 তাঁহারা এরূপ বীর ও সাহসী যে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত  
 হইয়া অবলীলাক্রমে আপন জীবন প্রদান করিতে  
 মুহূর্তকের নিমিত্ত ইতস্ততঃ করেন না। ঈশ্বর আমাকে  
 এত অহুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি এখন আর  
 কিছু চাহি না। জগদীশ্বর না করেন, কিন্তু যদি আমার  
 সৈন্যদল পরাভূত হয়, তাহা হইলে শত্রু বিনষ্ট করিতে আমি  
 জীবন অর্পণ করিব। যত দিন তোমাদের সন্তান আবহুল  
 হামিদ গৃহে আছেন তত দিন তিনি কি করিয়া তাহার  
 মাতা ও ভগ্নিদিগকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিতে দিতে  
 পারেন? আমি অগ্রে আপন জীবন প্রদান করি, পরে  
 তোমরা বাই ইচ্ছা তাহাই করিও। আমি আবার তোমা-  
 দিগকে ধন্যবাদ করিতেছি এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা  
 করিতেছি যে, তোমাদের ধর্মের প্রতি অচলা ভক্তি  
 থাকে।”

তুর্ক রমণীরা যুদ্ধে গমন করিবার উদ্যোগ করি-  
 তেছেন শুনিয়া আমাদের আনন্দের সঙ্গে কষ্টের উদয়  
 হইল। যখন কার্বেজ পতন হয় তখন রমণীরা  
 এই রূপ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। যখন  
 চিতোরে মুসলমানেরা প্রবেশ করে তখন রমণীরা রণ-  
 ময়ী মুষ্টি ধারণ করিয়াছিলেন, আবার সে দিন যখন  
 বিজয়ী খ্রীশিয় সৈন্যেরা ফ্রান্সে প্রবেশ করে তখনও  
 রমণীরা এই রূপ যুদ্ধে প্রবেশ করেন। বিধাতা কি তবে  
 তুর্কির প্রতি প্রকৃতই বিমুখ হইয়াছেন? সে বাহ্য হউক,  
 যখন রমণীরা স্বদেশ ও স্বদেশ রক্ষার নিমিত্ত অগ্রসর  
 হইয়াছেন তখন এ দেশীয় মুসলমানদিগের আর স্থির  
 হইয়া থাকা উচিত নহে। এই বিপদ কালে সুলতানকে  
 তাঁহারা বাহাতে সাহায্য করিতে পারেন তাহার যত্ন করা  
 কর্তব্য। সুলতানের বাহুবল ও ধন বল এ দুয়েরই অভাব  
 হইতে পারে এবং ভারতবর্ষবাসী মুসলমানেরা মনো-  
 যোগ করিলে এ দুয়ের দ্বারাই সুলতানকে সাহায্য করিতে  
 পারেন।

—:—

ক্যাপ্টেন স্কাইনের মৃত্যু সম্বন্ধে ইংলিশম্যানের সম্বাদ  
 দাতা এই রূপ লিখিয়াছেন:—“২০শে মঙ্গলবারে  
 ক্যাপ্টেন স্কাইনে কতক গুলি সৈন্য লইয়া সিমসুট  
 নামক জুর্গে উপস্থিত হন। তাহারা তিন মাইল গমন  
 করিলে ক্যাপ্টেন স্কাইনে সৈন্য দলকে গতি স্থগিত করিতে  
 বলেন এবং নিজে পাঁচ জন অধারোহী লইয়া বিপক্ষ  
 দলের অস্ত্রসন্ধান করিতে অগ্রসর হন। কিছু দূর অগ্র-  
 সর হইলে দেখেন বিস্তর জোয়াকিস যুদ্ধ সজ্জার উপস্থিত  
 রহিয়াছে। কয়েক বার গুলি ছোড়া ছুড়ির পর ক্যাপ্টেন  
 সাহেব প্রত্যাবর্তন করিয়া পশ্চাদস্থিত সৈন্যদিগের সঙ্গে  
 মিলিত হইলেন। তিনি অনুমান করিলেন যে, তাঁহাকে  
 প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া জোয়াকিসেরা বহির্গত হইয়া  
 বিস্তীর্ণ মাঠে অবতরণ করিবে। কল কার্যেও তাহাই  
 ঘটিল। প্রায় ২০ জন জোয়াকিস এই রূপ বহির্গত হইল,  
 কিন্তু অবশিষ্ট ছই শত জোয়াকিস পূর্ব স্থান ত্যাগ  
 করিল না। ক্যাপ্টেন স্কাইনে যখন প্রত্যাবর্তন করেন  
 তখন অপরাহ্ন ৪টা হইবে। তিনি সৈন্য দলের  
 মধ্যে আসিয়াই দশ জন অধারোহীকে বাছিয়া লইয়া  
 আফি ডিসদিগকে আক্রমণ করিলেন। তিনি স্বহস্তে এক  
 জনকে অস্ত্রাঘাতে আহত করিলেন, কিন্তু তিনি ইহাকে  
 আহত করিয়া সেই প্রত্যাবর্তন করিবেন আর অমনি আহত

সাংঘাতিক হয়। তিনি এই ভাষা লিখিত  
 অপ্রবন হন, কিন্তু অপারগ হইয়া পড়েন।  
 নিঃসৃত হইয়া তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হয়। এই  
 আর এক জনের অস্ত্র আফি ডিসদিগের অস্ত্রে  
 আহত হয় এবং ক্যাপ্টেন টোটারের অস্ত্রের  
 গুলি লাগে।”

—:—

যুদ্ধের যত অমঙ্গল হুক সম্বাদ প্রকাশ  
 তাহাতে আমরা তত হতাশ হইয়াছিলাম না, কি  
 সম্বাদটি শুনিয়া আমাদের বোধ হইতেছে তুর্কির  
 উপস্থিত হইয়াছে। বিলাতি সম্বাদ পত্রে প্রকাশ  
 য়াছে যে, কনষ্টেন্টিনোপোলে ভয়ানক ষড়যন্ত্র  
 হইয়াছে এবং বোধ হয় ইহা দ্বারা তুর্ক রাজ্যের  
 হইবে। কনষ্টেন্টিনোপোলে ছইটি প্রধান দল  
 একটি যুদ্ধের পক্ষে, অপরটি সন্ধি স্থাপনের পক্ষে।  
 পক্ষীয় দলপতির নাম মহাম্মদ পাশা এবং অ-  
 দলপতির নাম নবি পাশা। মহাম্মদ পাশা নবি  
 বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করেন এবং ষড়যন্ত্রদিগের বর্তমান  
 আবহুল হামিদকেও রাজ্যচ্যুত করার অভিপ্রায়  
 এই রূপ রাষ্ট্র যে, এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে মিথাত প  
 অন্যান্য বড় বড় লোক আছেন। কনষ্টেন্টিনো  
 এই গোলযোগ হওয়াতে লোক ভয়ে অস্থির হই  
 ক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণ করতে নগর রক্ষক অতি  
 আছে, স্ততরাং সম্ভবতঃ এই গোলযোগের সময়  
 হইয়া রাজবিদ্রোহী হইতে পারে। আবার এই  
 এ সমুদয় গোলার মূল রুশিয়রা। তাহারা গোপ  
 এই গোলযোগ তুলিয়াছে, কিন্তু যদি এ সম্ব  
 হয় তাহা হইলে তুর্কির পতনের বোধ হয় আ  
 বিলম্ব নাই।

—:—

রুশেরা প্লেবনার চতুর্দিকে যেরূপ বেঁ  
 তাহাতে হয় ওসমান পাশার পরাজয় স্বী  
 হইবে, নতুবা শত্রু ব্যুহ ছেদন করিয়া বহির্গত  
 করিতে হইবে। ডুবনিক, টিলিচি প্রভৃতি স্থ  
 হস্তগত হওয়াতে সোফিয়া হইতে প্লেবনাতে  
 যোগাইবার পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে। আবার  
 অবরুদ্ধ হইবার পূর্বেই রাষ্ট্র হয় যে প্লেবনা  
 রাতির অনটন হইয়াছিল, স্ততরাং ওসমান পাশার  
 সীমা নাই। তুর্কেরা অর্কেনাইতে ২৫ হাজার  
 সংগ্রহ করিয়াছে এবং যদি ইহারা রুশিয়দিগে  
 তেদ করিয়া প্লেবনার প্রবেশ করিতে পারে তা  
 নতুবা ওসমান পাশার নিস্তার নাই। ইংলণ্ডে  
 পত্রের সম্পাদকেরা এ বিষয়ে এক রূপ হতাশ হ  
 লোম নদীর উপর রুশিয় যুবরাজ নিক্ষেপ  
 রহিয়াছেন। তবে তাহার তত বিয়ের সম্ভাব  
 কারণ সলিমান পাশার সৈন্যদল ক্রমে হ্রাস  
 তিনিও এক রূপ নিক্ষেপী হইয়াছেন। বামারম  
 টোডেলবেন হুক্রডনাতে সৈন্য লইয়া শীত অ  
 করার উদ্যোগ করিতেছেন। ওসমান পাশা যা  
 ব্যাজেন হন এবং যদি এবার আবার তাহার  
 শত্রু হস্তে অর্পণ করিতে হয়, তাহা হইলে হয়  
 এই যুদ্ধে আপন প্রাণ ত্যাগ করিবেন।

—:—

এই রূপ রাষ্ট্র হয় যে, আর্জরুম রুশদিগে  
 পতিত হইয়াছে। যদিও এ জনরব মিথ্যা  
 পামে যে আর্জরুমের এই গতি হইবে তাহা  
 নাই। মুক্তিয়ারপাশা মনে মনে গণনা ক  
 কাসের যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া গ্রাও ডিউক মি  
 আর্জরুমে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। তা  
 মনের বিলম্ব হইলে হয় শীত পড়িবে নতুবা  
 দল বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু মুক্তিয়ার পাশার গ  
 হইয়াছে। রুশেরা আর্জরুমে উপস্থিত হই  
 পাশাকে ক্রমে হটাইয়া দিয়াছে এবং যদিও  
 তাহারা এখনও প্রবেশ করে নাই কিন্তু তথায়



রেসমের একটি যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। এই যন্ত্রে মনুষ্য এবং ১২ জন দ্বীপ-কর্তা উপস্থিত হইয়া পান নিয়ন্ত্রণ করিতেছে তাহাতে বোধ হয় কালে ইহা একটি প্রধান যন্ত্র হইবে।

—এক জন চীনা গবর্নর তাহার অধীনস্থ প্রজাদিগের উপর এই রূপ কাজ প্রচার করিয়াছেন যে, চীন সম্রাট আফিংগোরদিগের সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম প্রচার করিবেন হিন্ন করিয়াছেন। এই নিয়ম প্রচলিত হওয়ার পূর্বে তাহার শাসনাবধি যাহারা আফিং ব্যবহার করে তাহাদের ইহা পরিহার করা কর্তব্য। দুর্কর্ম করার প্রবৃত্তি লোকের কতক স্বভাবগত। যন্ত্রেরা বিশ্বাস করেন যে মনুষ্যেরা দুর্কর্মের বীজ লইয়া এক রূপ জন্ম গ্রহণ করে। ইংরাজ রাজপুত্রেরা দণ্ড দ্বারা মনুষ্যকে পবিত্র করিতে যত্ন করেন, কিন্তু মাদক দ্রব্য ব্যবহার লোক ইচ্ছা করিয়া শিক্ষা করে, অথচ ইহারা এই ব্যবহার রাজ দণ্ডের দ্বারা নিবারণ করা বিধেয় মনে করেন না, অথচ স্বভাবগত দুর্কর্ম অপেক্ষা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া লোকে সংসারের অধিক অনিষ্ট করে। চীন সম্রাট যদিও শাসন দ্বারা দেশ হইতে আফিংগের ব্যবহার একেবারে উঠাইতে না পারেন, কিন্তু উর্হা কিয়ৎপরিমাণে দমন করিতে পারিলেও তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার সম্রাটদিগকে অতিশয় লজ্জা দিবেন।

—নিয়মিত কাল অতীত হওয়াতে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদ হইতে অবসৃত হইবেন।

—স্টেটসম্যানের ইচ্ছা যে, এদেশে বিবাহের ট্যাক্স নির্ধারিত হয়। আবার দিল্লীর এক জন ধনাঢ্য মহাজন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কৃষকের হাল পোষার উপর ট্যাক্স নির্ধারণ করিয়া গবর্নমেন্টের অর্ধের অনটন সাংকুলান করা কর্তব্য। যাহাদের কিছু মাত্র দয়া ধর্ম আছে তাহারা এই প্রস্তাব দুইটা উল্লিখিত হয় ত কর্তব্য হস্ত প্রদান করিবেন।

—কয়েক জন পার্শ্ব ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলার নিমিত্ত গমন করিতেছেন। তাহারা এখানে প্রধান ইংরাজ খেলোয়াড়ের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া জয়ী হইয়াছেন এবং এই রূপ জয়লাভে উৎসাহী হইয়া তাহারা বিলাতে যাত্রা করিতেছেন। তাহারা বিলাতে গিয়া যদি জয়ী হন তাহা হইলে ইহা দ্বারা ভারতবর্ষবাসীরা বিশেষ উপকৃত হইবেন। তাহা হইলে ইংলণ্ডবাসীরা জানিবেন যে, কেবল বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া ভারত-বর্ষীয় ক্রীড়াকর্মী জয় লাভ করেন না, তাহারা শারীরিক কাণ্ডে কোণে সুসভ্য ইংরাজদিগকে পরাভব করিতে পারে।

—বর্তমান প্রাপ্ত যুদ্ধে কাপ্তেন স্কাইন নামক এক জন ইংরেজ দৈনিক হত হইয়াছেন। ইহার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তিনি ম্যাকিসন জুর্গের প্রাচীরে সমাধি মন্দিরের নিমিত্ত একটি অপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করেন। এই চিত্রের মধ্যে তিনি তাহার নিজের অবয়ব অঙ্কিত করেন এবং চতুঃপার্শ্বে কতকগুলি মেম ও সাহেবের ছবি থাকে। ইহার শোভাভূমি হইয়া তাহার অবয়ব নিরীক্ষণ করিতেছে। এই চিত্রের দিকে তিনি লিখেন যে, ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে কাপ্তেন স্কাইনের মৃত্যু হয় এবং তিনি যাহা পূর্বে চিত্রে প্রকাশ করেন তাহাই ঘটয়াছে। গত ১৮শে নবেম্বর মাসে তাহার মৃত্যু হয়। যদিও এখন প্রায় অনেক লোক যৌবনান্তিক হইয়াছে এবং ভৌতিক শাস্ত্র ভিন্ন আর কোন শাস্ত্রে লোকের কোন রূপ আস্থা নাই, তথাচ বিধাতা মনোঃ বিদ্যুত আলোকের ন্যায় প্রকাশ করেন যে ভৌতিক শাস্ত্র ভিন্ন জগতে আরো একটি সুস্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে।

—ভূতপূর্ব স্থলতানের দলস্থ লোকে একটি যড়যন্ত্র করায় তুর্কির প্রধান মন্ত্রী ইহাদের মধ্যে অনেক প্রধানঃ ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন। তুর্কির এই দুঃসময়ে যদি আবার বরোয়া যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা হইলে বহিঃশত্রু অনায়াসে এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে। ইংরাজেরা যুদ্ধ প্রবেশ করিয়া তুর্কিকে সাহায্য প্রদান না করণ ব্যতীত এই বিপদকালে আত্মকলহ উপস্থিত না হয় তাহা করিতে পারিলেও অনেক উপকার করিবেন। হয়ত ইংরাজেরা আর প্রকাশ্য-রূপে তুর্কির কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তাহারা তুর্কির নগ্নে যে কিছু সহায়ত্ব দিবে তাহাই দেখাইয়াছেন সেই নিমিত্ত নাকি ইউরোপের প্রধানঃ রাজারা তাহাদিগকে এক ঘোরে করিয়াছেন।

—আমেরিকানী এক ব্যক্তি টেলিফোন নামক একটি ক্রিয়াছেন। ইহা দ্বারা অতি দূর হইতে পরস্পর কথাবার্তা যায়। সম্প্রতি কলিকাতায় ইহার পরীক্ষা হয়। একজন আমেরিকানী বলিতেছেন যে বেলে উঠিয়া উপর হইতে নিম্নের লোকের সঙ্গে ইহা দ্বারা অনায়াসে বাক্যালাপ হইতে পারিবে। তবে যদি ইহাতে কতকাংশ হওয়া যায় তাহা হইলে ইহা দ্বারা অনায়াসে শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত সৈন্যদল তাহাদের সঙ্গে বহিঃশত্রু হইতে কোন রূপে আলাপ করা অসম্ভব; তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে পারে। এখন পৃথিবীর এই রূপ দুর্দশা হইয়াছে যে লোকের মস্তক ও হৃদয়ে যুদ্ধের কথা ভিন্ন আর কোন ভাবের উদয় হয় না; এবং যিনি যাহা আদিহার করেন প্রথম তাহা দ্বারা যুদ্ধের কোন উপকার হইতে পারে।

—এই চিন্তা করেন।

বহিঃশত্রু। তাহারা কেবল আমেরিকার সাহায্য লইয়াই করিতে কাতাহারে নাকি বিস্তৃত সেনা সর্বত্র প্রেরণ করিয়া ইহারা নাকি স্বেচ্ছা মত খিলাতে উপস্থিত হইবে। আমির অকাতরে যুদ্ধ অস্ত্র বিতরণ করিতেছেন এবং লোকে যুদ্ধের নিমিত্ত একরূপ ব্যগ্র হইয়াছে যে, কবে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহার ঠিকানা নাই। অনেকের বিশ্বাস যে, পাওনিয়ারকে গবর্নমেন্ট অনেক সাহায্য প্রদান করেন, এবং উপরি উক্ত সাহায্য যদি সত্য হয়, তবে ভারতবর্ষের ভারি বিপদ। আমিরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া গবর্নমেন্ট পরাস্ত হইবেন ইহা বোধ হয় পাগলোও স্বপ্নে ভাবে না, তবে একরূপ যুদ্ধ হইলে যে বিস্তর ব্যয় হইবে তাহার কোন ভুল নাই এবং এ ব্যয় আমরা কি করিয়া কুলাইব। আবার যদি প্রকৃত ক্রমশঃ আমিরকে সাহায্য করে তাহা হইলে এ যুদ্ধ বোধ হয় দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া হইতে পারে। ইংলণ্ড যদি তুর্কির সঙ্গে যোগ দিয়া রুশিয়াকে দখল করিতে পারিতেন তাহা হইলে বোধ হয় আর কোন গোলযোগই হইতনা।

—ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে ওলাউঠার মহামারি উপস্থিত হয়। ভক্তির টাঙ্গে এই স্থানের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হন এবং তিনি তথায় কতকগুলি ঘটনা দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইয়াছে যে ওলাউঠা সংক্রামক। তিনি দেখিয়াছেন যে ওলাউঠাক্রান্ত রোগী এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করায় ওলাউঠা নানাস্থানে বিস্তার করিয়াছে। টাঙ্গেও একজন প্রধান ডাক্তার, এবং তিনি পরীক্ষা করিয়া যে বিষয়টি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় এদেশের অতি সামান্য লোকে জানে। ওলাউঠাক্রান্ত রোগী স্থান পরিবর্তন করিয়া যে এই রোগের প্রচুর করে এটি এদেশের নিত্য ঘটনা, এবং ইহা দ্বারা যদি উহার সংক্রামকত্বের বিষয় স্থির হইত তাহা হইলে ইহা অনেক দিন হইয়াছে।

—এদেশে পাথুরে কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুত হয়, কিন্তু অনেক স্থানে এখন কাঠ হইতে গ্যাস প্রস্তুত হইতেছে। রুশিয়ার একটি স্থানে কাঠের গ্যাসেরই প্রধান ব্যবহার। এখানে যাহারা গ্যাস প্রস্তুত করে তাহারা ২০০ বর্গ ফিট কাঠ হইতে ৩০০ শত বর্গ ফিট গ্যাস প্রাপ্ত হয়। কাঠের গ্যাস কয়লার গ্যাসের ন্যায় উজ্জ্বল নহে। কয়লার গ্যাসে বাতির চতুর্দশ গুণ আলো হয় এবং কাঠের গ্যাসে দশ গুণ মাত্র আলো হয়। তবে শেবোক্ত গ্যাস প্রস্তুত করিতে অল্প ব্যয় পড়ে। কাঠের গ্যাসের একটি প্রধান এক ঘটনা প্রজ্জ্বলিত করিলে বোধ হয় এক পেনির ছয় ভাগের এক ভাগ ব্যয় পড়ে।

—মাস্ট্রে ফৌজদারি আইনের কিরূপ বিচার হয় তাহা নিম্ন লিখিত ঘটনা দ্বারা অনেকে বুঝিতে পারিবেন। একজন বিধবার দুইটা পুত্র ছিল। সে তাহার ছোট পুত্রকে বাজার করিতে মাস্ট্র নগরে প্রেরণ করে। বালকটির গায়ে কিছু অলঙ্কার ছিল। কতকগুলি দহা এই অলঙ্কারের লোভ সঞ্চার করিতে না পারিয়া, বালকটিকে ভুলিয়া মাস্ট্র নগর যে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে তাহার বাহিরে লইয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করে। ক্রমে এই মৃত দেহ পাওয়া যায় এবং হত্যাকারীরা ধৃত হয়। হত্যাকারীরা ধৃত হইলে বিচারপতি হত বালকের মাতাকে সাহায্য প্রার্থন। মাতা উপস্থিত হইলে বিচারপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে হত্যাকারীদের কিরূপ দণ্ড হইলে তাহার তৃপ্তি হইবে। মাতা বলেন যে কোরাণে যে রূপ ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ হত্যাকারীদেরকে হয় ৪০০ শত টাকা জরিমানা, নয় জীবন দণ্ড করা উচিত। বিচারপতি দৃষ্টিদৃষ্টিতে ৪০০ শত টাকা দিতে বলেন, কিন্তু তাহারা জরিমানা দিতে অক্ষম হয়। তাহারা বলে যে তাহারা দরিদ্রতা নিবন্ধন এই রূপ দুর্কর্ম করিয়াছে, সুতরাং ৪০০ টাকা তাহাদের পক্ষে প্রদান করা অসম্ভব, কাজেই বিচারপতি ইহাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন। এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইলে হত্যাকারীদের হস্ত বন্ধন করিয়া প্রাচীরের বাহিরে লওয়া হয় ও তাহারা হাঁটু পাতিয়া বসিয়া উপস্থিত ব্যক্তির তাহাদিগকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া প্রহার করিতে থাকে। এই রূপ প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা ক্রমে ইহাদের প্রাণ বিনষ্ট হইলে, তাহাদিগের মৃত দেহ একটা কুপে নিক্ষেপ করা হয়। এবং পর আঘাতে তাহাদের মৃত্যু হয় তাহা দ্বারা এই রূপ পূর্ণ

হইয়াছে যে জটিল কেস সাহেব হাইকোর্ট হইতে হইতেছে। কেস সাহেব প্রায় ৪৪ বৎসর কার্য করিতেছেন, সুতরাং তাহার পেনশন এখন ৭০০০০০র সময় উপস্থিত হইয়াছে। কেস সাহেব হাইকোর্ট ত অবস্থত হইলে বাঙ্গালীদের প্রতি কিছু মমতা আছে একরূপ জজ বোধ হয় হাইকোর্টে আর কেহ থাকিবেন না। যখন পি. ক সাহেব ছিলেন তখন লোকে হাইকোর্টকে একরূপ ধর্মরাজের বিচারামন বলিয়া মনে করিত, জটিল কিস্যের নিরপেক্ষতা দ্বারা দেশ হইতে কত অত্যাচার নিবারণ, কত নির্দোষী ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা, এবং কারা হইতে মোচন হয় তাহা বলা যায় না। কেস সাহেবের উর্হা এদেশীয় লোকের অচলা ভক্তি ছিল, কিন্তু তিনিও চলিলেন। কেস সাহেব আপন ইচ্ছায় কিম্বা কেয়ার সাহেবের জন্মে হাইকোর্ট পরিচালনা করেন সেই নিমিত্ত যাইতেছেন তাহা আমরা জানি না।

—১লা জানুয়ারি হইতে একত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত এবং ২০৪৯০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩৫৮৭ মন চাষ্যসংক্রান্ত হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে ২০৪৯০০০ পাউণ্ড চাষ্য রপ্তানি হয়, অর্থাৎ এবং ২০৪৯০০০ বৎসর অপেক্ষা ২০৪৯০০০ পাউণ্ড অধিক চাষ্য রপ্তানি হইয়াছে।

—পাট আঁচড়ানের এক রূপ যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার নাম ইন্ডোপায় রসায়নবিৎ পাণ্ডেতা উহার ক্রম হইয়াছে। তাহারা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়া ইহার পুস্তক ত্রুটি করিতেন তাহাতে শে'কো আঁচড়ান পোকা কাটে না।

—পাট আঁচড়ানের এক রূপ যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা হইলে পাটের স্ত্রী সমুদয় একরূপ উহার সঙ্গে রেসমের অতি অল্প প্রভেদ থাকে। প্রকৃত হয় তাহা হইলে পাটের এখন যে আঁচড়ান সস্ত্র গুণ অধিক আদর হইবে এবং কৃষক আবাদে দ্বারা বিস্তর অর্থোপার্জন করিবে। ব্যবহার হইলে এদেশের যে পরিমাণে লাভ হইবে না উইক নিতান্ত কম ক্ষতি হইবে না। এদেশে পূর্বে বিস্তর উপার্জন হইত এবং উহাতে উপার্জন নাই তথাচ রাজসাহী, বহরমপুর, বীরভূমির প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য রেসম। ব্যবহার প্রচলিত হইলে রেসমের এখন অপেক্ষা উপরিউক্ত জেলার কৃষক ও মহাজনদিগের বিশেষ আঁচড়ান একটা দ্রব্যের হয়ত বাজার ক্রমে অধিক কয়েকজন আমেরিকার যন্ত্রাধ্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া তুলনা রেসমের সহিত উত্তম মিশ্রিত হয় এবং উত্তম লাগে তাহা সিমুলের তুলনায় লাগে রেসমের সঙ্গে সিমুলের তুলনার ভাঁজ দেন ভাঁজে রেসমের স্ত্রীর কোন রূপ অনিষ্ট হইতে পারে।

—চিনদেশের স্থানে একরূপ মদ্যস্তর হইয়াছে। তাহার নাম ইন্ডোপায় রসায়নবিৎ পাণ্ডেতা উহার ক্রম হইয়াছে। তাহারা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়া ইহার পুস্তক ত্রুটি করিতেন তাহাতে শে'কো আঁচড়ান পোকা কাটে না।

—সম্প্রতি আমেরিকাতে যে টেলিফোন নামক যন্ত্র প্রচলিত হইয়াছে তাহার মধ্যস্থতায় লিটিক সাহেব দ্বারা ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়া রলের আফিন এবং কেলার মধ্যে একটা তার স্থল কথোপকথনের জন্য স্থিরীকৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় মনুষ্য কঠিন অতি স্পষ্টরূপে শুনা গিয়া করেন এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া মনুষ্য স্বর ৩০০ ছয় শুনা যাইতে পারে। - ভারত ম দ্বারক।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে কমেটেণ্টিনোপোলে মন্ত্রীর পরিবর্তন হইবে। সাফেত সাদিকপা পাঠাইয়াছেন। অনেকে অনুমান করিতে স্থলতান পুনরায় রাজ কার্যের ভার বোধ হয় তুর্কিতে রাজ মন্ত্রীর পরিবর্তন হইবে পরিবর্তন হইবার সম্ভব। রুশিয়ার যত জয়ী হইবে তাহা ইংরেজ রাজ মন্ত্রিদিগের উপর অবজ্ঞার

—শিগকাপাশে তুর্কির সৈন্যদলে কাম্বেল নামক আছেন। ইনি এখন তথাকার তুর্ক সৈন্যদলের উর্হা ইনি অসম সাহস প্রকাশ পূর্বক ফোর্ট নিকোলাস এবং এখানকার সকল কার্যই ইহার উৎসাহে সম্পন্ন সাহেব বোধ হয় একজন নগণ্য ইংরাজ হইবেন, বেকার ও হবার্টপাশা কোথায়? কর্তৃত্ব সৈন্যের কর্তৃত্বের ভার পান তখন অনেকে দ্বারা কি অভূত কার্যই হয় না জানি অধারোই সৈন্য। যখন ইনি কারাগারে প্রকাশ করেন যে ইহার মত অধারোই কি না সন্দেহ। এই যোগ্য ব্যক্তি গমন করেন সুতরাং অনেকে ভাবিয়াছিল দলে প্রবেশ করিয়া কোন বিশেষ বৃত্তিগ্রস্ত হন তাহার সংশোধন করার ব্যয় এ বিষয়ে অনেককে নৈরাশ করিয়াছেন।

—গুয়াডেলোপ নামক স্থানের ডাক্তার প্রকাশ করিয়াছেন। চন্দ্রের দৈনিক পত্র হইয়াছে। এই তালিকা দৃষ্টে সন্তান জন্মা যে উহা স্ত্রী কি পুরুষ হইবে। বোড়া ও তিনি একটা তালিকা সস্তর বাহির করি হয়-ভাঙ্কারেতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

—এলাহাবাদে বাবাজী তুলনী রাম নামক বঙ্গের পরিচয় দিতেছে। ইহাকে বর্তমান অতুলিত হয় না। গত বৎসর এই সন্তানের পরিচয় দেয়। তুলনী রাম এ করিয়াছে। কিন্তু সে টাকা তাহার নিম্ন না। মধ্য ভারত নবনির্গতের নিকট এই ব্যয় সংকুলানার্থে সে তাহার বল করিতেছে। এই বৈব মন্দির গঠন করি





**তৈমজা প্রভাবলী।**

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পঞ্চাশতাব্দী, ঔষধ প্রায়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চিকিৎসা, রসেন্দ্র চর্যামণি ও শাক্তধর প্রভৃতি বিবিধ ঔষধ হইতে নানা প্রকার তৈল, মৃত, বাতুপটত ওষধ ও অরিষ্ট আদ্যাদি সম্বন্ধিত করিয়া মূল্য ও বস্তু বায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, ৬ টাকা ডাকমাশুল। ০ আনা।

আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যভিধান।

ধনুস্তম্ভি নির্ঘণ্ট সংবৎ প্রভাভরণ, মদনপ নির্ঘণ্ট ও পর্যায় রত্নমালা প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় বিবিধ দ্রব্যভিধান এবং নানা কোষ হইতে আয়ুর্বেদীয় সঙ্গম, রোগ শারীর মন্ত্র ও মান পরিভাষা প্রভৃতি আয়ুর্বেদ পাঠনোপযোগী বিষয়-সমস্তের সঙ্কলিত ও অর্থ ইত্যাদি সংগৃহীত হইয় আকার্য বর্ণ ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া প্রকাশিত হই-  
৩৪৫

মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ১০ আনা।

আবশ্যক হইলে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলেই পাও হইবেন।

শ্রী বিনয় লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং লোহার চিংপুর রোড

ফোজদারী বাজাখানা—কলিকাতা

**শরত সরোজিনী নাটক।**

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।

মূল্য ১০ ডাকমাশুল ০।

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্য। “বঙ্গ-ভাষার প্রতি বৎসর এই রূপ এক খানি নাটক প্রকটিত হইলে আমরা যার পর নাই সৌভাগ্য বিবেচনা করিব”  
—বান্দব।

রূপ তুর্ক মুদ্রা।

বহুতর বৃহৎ ও ছোট ছবি সম্বলিত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে যুদ্ধের আরম্ভ অবধি উপস্থিত সময় পর্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

মূল্য স্বাক্ষরকারীর প্রতি ১০ আটআনা বিনা স্বাক্ষরকারীর প্রতি ১ এক টাকা।

শ্রী প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার

১নং মির্জাপুর ষ্ট্রিট

শ্রী গোকুল চন্দ্র মজুমদার

১০নং দরমাহাটা ষ্ট্রিট

কলিকাতা।

ইহার স্বাধীনভাবে ছাড়া আমাদের নানা প্রকার হোমিওপ্যাথি পুস্তক ও ঔষধ আদিয়াছে। যাহাদিগের আবশ্যক হইবে পত্র লিখিতে অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্যের তালিকা/আমাকে লিখিলে পাঠান হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে সর্বদা বিক্রয়াদি প্রস্তুত থাকে।

বাল্য পুস্তক।

আমার প্রণীত বান্দাব।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড, প্রত্যেক খণ্ড	১০
ঐ তৈমজাতন্ত্র, ১ম, ২য় খণ্ড	১
ঐ মতে ওলাউঠার চিকিৎসা	১০
ঐ মেডিসিন চেষ্টা ৬০ শিশি	২৫
ঐ ওলাউঠার বাস্তব ২০ শিশি	১০
ঐ ঐ ঐ ১০ শিশি	৬

এই ওলাউঠার বাস্তব এক খানি পুস্তক আছে; ইহা নিত্যন্ত সহজ বাল্যায় লিখিত এবং ইহার সাহায্যে এই কঠিন পীড়া ইহার উপসর্গ এবং পরবর্তী পীড়া সমূহ অতি সহজে আরোগ্য করা যায়। ঐ সময় ত্রয় পাঠাইতে ডাক মাশুল ও প্যাকিং খরচ পৃথক লিখিবে।

শ্রীবিহারি লাল ভাট্টা।

৩৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট।

শ্রীযুত ডাক্তার অন্নদা চরণ কস্তুরী প্রণীত মানব জন্ম তত্ত্ব ও ধাত্রী বিদ্যা পরিবর্দ্ধিত নবাবিকারামুখারী পরিবর্দ্ধিত হইয়া কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন মন্ড্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইতেছে। তৎসঙ্গে সন্যাসিনী শিশুর ও স্ত্রী স্ত্রী চিকিৎসা সহ ব্যাধি সমগ্র দেওয়া যাইতেছে। মূল্য ৭ টাকা, ডাকে পাঠাইলে ৭।০ টাকা। টিকানা রাসপাহাড়।

**পত্রনির্দেশিকা**

বিজ্ঞাপন।

চাকর পূর্ক এবং পূর্ক দক্ষিণ ও পূর্কোত্তর দিকে নানা স্থানে বিশেষত জেলা বাখরগঞ্জ, কুমিল্লা ও ফরিদপুরের অধীন আমাদিগের যে সমস্ত জমিদারী ও তালুকাত আছে, তাহা পত্রনির্দেশিকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইতিপূর্বে বিজ্ঞাপন দিয়া ও কারণ বশত স্থগিত রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি ঐ সকল মহাল (মত শীত্রে হইতে পারে) পত্রনির্দেশিকা স্থিরতরে এত দ্বারা পুনশ্চ জানান যাইতেছে যে গ্রাহকগণ আমাদিগের টাকারিত সদর কাছারিতে প্রার্থনা পত্র অর্পণ করিলেই কথারত্ত করা যাইবেক। আমাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্যতর কার্যকারক শ্রীযুত বাবু রাজ গোবিন্দ সরকার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিকট নিয়ম জানিতে পারিবেন ॥

৬ই, আশ্বিন) শ্রীকানাইয়া লাল রায় চৌধুরী  
শ্রীকিশোরী লাল রায় চৌধুরী  
১২৮৪ নাল।) শ্রীবিশোদা লাল রায় চৌধুরী

নুতন পুস্তক!!!

বৃহৎ সংহার কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল ০।

রায় প্রেস ও ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্য।

DR. H. ANGOOLY'S.  
SPECIFIC PILLS.  
(Infallible cures)

Gonorrhoea and Gleet, chancres and other sores on the private parts and Leucorrhoea (the whites.) Each sort to be had in boxes containing one dozen pills, price per box Rs. 2-8. with postage Rs. 2 Ans: 12. Generally no second box will be required. Directions for use accompany each box. To be had only at No. 7 Bagbazar Calcutta.

মূলত! মূলত!! অতি মূলত!!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যন্ত বিচি লোডার, মজেল লাডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, ৫ নাগাং ২০ নল রিভলবার, বাকন, কাপ, টোটা ও শী গারের সকল প্রকার সরঞ্জাম অতি মূলত মূল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। বাহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাঠিবেন। আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি মূলত মূল্যে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ড বিখাস কোং

নং ৩২ লালবিধির দক্ষিণ

কলিকাতা।

**অর্শরোগের, দৈহিক দৌর্ভল্যের**

এবং

পুরাতন জ্বর পুরাতন ঘা ইত্যাদি পীড়ার পরিক্রান্ত অব্যর্থ মহৌষধ!!!

ঔষধি মূল্য ৩ ডাকমাশুল

অর্শ সর্ব প্রকারের সেবা এবং ব্যবহার্য ১১ এবং ২২ দিবসের মূল্য ৩।০ এবং ৬।০	
ধাতু দৌর্ভল্যের প্রতি বোতল	এক সপ্তাহের ৩।০
পালনা এবং পুরাতন জ্বর	ঐ ঐ ১।০
ধাতের ব্যামহ	ঐ ঐ ২।০
পুরাতন ঘা ইত্যাদির তৈল	ঐ ঐ ৩।০

এই মহৌষধি গুলি যে, বহু সংখ্যক সন্তান ব্যক্তিগণ বান্দলা, ইউনানি ও ইংরাজি চিকিৎসা করাইয়া পীড়া হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া পরিশেষে এই মহৌষধি সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আরোগ্য সমাচার সকল বোম্বাই, লাহর ও কলিকাতায় সন্তান সন্তান পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিতরণ কারণ প্রস্তুত আছেন।

এই মহৌষধি গুলির ফল ও মূল এবং ধাতুর দ্বারায় প্রস্তুত। ইহা সেবনে কোন প্রকার কষ্ট নাই। সেবন নিয়ম ঔষধির সহিত পাওয়া যায়।

শ্রীকরাল চন্দ্র চট্টপাধ্যায়

৪৮ নং মনন্দা সন (বঙ্গবাজারের

জলের কলের পার্শ্বের গলি।

কলিকাতা।

**ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্মা কৃত।**

টিক্‌নিকোলজিক্যাল চার্ট।

দৈনন্দিক ও গ্রামিণ ঘটিত বিষ খাইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং বিশ্বাস্যবন্ধ (জলে ডুবা, প্রাণ নাশক, বায়ু কষ্টক স্বাস রোধ, বজ্রাঘাত, উষ্মক, শ্বাসবিহীন মদ্য প্রস্তুত সন্তান জিতেশ্বর শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম) জন্য অস্বাস্থ্য, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানাবিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা।

প্রতিখণ্ড ২০ বরা ও ভাল বাঁধা  
খানি কাপড় মোড়া কাগজ

২।০

১।০